

ভাগ্য/তকদীরের বার্তা

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وَأَنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ * وَكُلُّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ

আমার কাছে প্রত্যেক বস্তুর ভান্ডার রয়েছে। আমি নির্দিষ্ট পরিমানেই তা অবতরণ করি। আমি প্রত্যেক বস্তু স্পষ্ট কিতাবে সংরক্ষিত করে রেখেছি। (হিজর-২১) (ইয়াছিন-১২)

(ভাগ্যের সাথে ইচ্ছাশক্তি এই দুটি তাৎপর্যময় মাস'আলারই অন্তর্ভুক্ত চারটি আলোচনার মধ্যে কয়েকটি রহস্যাবলীকে উন্মুক্ত করতে আমরা চেষ্টা করব।)

প্রথম আলোচনাঃ

নিয়তি এবং ইচ্ছাশক্তি, ইসলামীয়াতের এবং ঈমানের চূড়ান্ত সীমা প্রদর্শনকারী অবস্থাসূচক এবং উপলব্ধিমূলক অংশ বিশেষের মধ্য থেকে একটি বিষয়। নতুবা এদুটি বিষয় জ্ঞানসম্বন্ধীয় এবং নাযারি বা তত্বীয় নহে। অর্থাৎ মুমিন ব্যক্তি যে, সকল কিছুকে এমন কি তার কর্মকে, অন্তরের রুচিগতিকে জানাবে হক্কে আল্লাহকে প্রধান করে, সুদূর পরিশেষে কষ্ট চাপ ও দায়ভার থেকে নিষ্কৃতি না পাওয়ার জন্য ইচ্ছা শক্তির সম্মুখে এসে দাড়ায়। তখন ইচ্ছা স্বাধীনতা ব্যক্তিকে তোমার দায় ও ভার রয়েছে বলে। এর পরে, ব্যক্তি থেকে সংঘটিত হওয়া ভাল কর্মসমূহ ও চমৎকার আমলসমূহ এর সাথে দাঙ্গিক না হওয়ার জন্যে ভাগ্য সামনে এসে দাড়ায়। ভাগ্য বলে, তোমার সীমারেখা তুমি জানা জরুরী, ভাল কর্মের কর্তা তুমি নহে। হ্যাঁ-- ভাগ্য, ইচ্ছাশক্তি; যেগুলো ঈমান ও ইসলামী রীতির চূড়ান্ত স্থরে বলবত--। আমিত্য থেকে এবং ইচ্ছাশক্তির দায়ভারহীনতা থেকে রক্ষার জন্যে ঈমানের মাসআলা সমূহে এগুলো প্রবেশ করেছে। নতুবা উদ্ধত, প্ররোচক আত্মসমূহের কৃত অপরাধ সমূহের দায়ভার থেকে নিজেদের রক্ষা করার জন্য ভাগ্যের প্রতি দোষ চাপায়, এবং তাদের ক্ষেত্রে উপকারী হওয়া ভাল কর্মসমূহের বড়াই করতে, অহংকার করতে, ইচ্ছাশক্তির প্রতি নির্ভর করতে, এটা, এটা আমি করেছি বলে বলে ভাল গুণগুলোকে তার নিজের দিকে সম্বুদন করে। যা সর্বোপরি ভাগ্যের রহস্যের প্রতি এবং ইচ্ছাশক্তির হেকমতের প্রতি বিরোধপূর্ণ এক গতিময়তার হেতু হওয়া ব্যাপার, যা জ্ঞান সংক্রান্ত কোন বিষয় নহে।

হ্যাঁ, আধ্যাত্মিকভাবে পদোন্নতি করে নাই এমন অন্তর সমূহের দুকানে এবং জনসাধারণের কথাবার্তার মধ্যে ভাগ্যের প্রচলন বেশী বিদ্যমান। কিন্তু এটাও অতীতকালীন এবং মুসিবত সমূহের মধ্যে এরকম যে, হতাশা ও দুশ্চিন্তার ঔষধ স্বরূপ। নতুবা ভাগ্যের এই বহুল ব্যবহার গোনাহ সমূহের এবং ভবিষ্যৎকালীন নহে এ রকম যে, মুখ নিরলঙ্কার এবং বেকারত্বের কোন কারণ হতে পারে। অর্থাৎ ভাগ্যের মাস'আলাটি কষ্ট চাপ এবং দায়ভার থেকে রক্ষা করার বিষয় নহে। বরং গৌরব এবং দাঙ্গিকতা থেকে রক্ষা করা এমনটি যে, এই ভাগ্যের বিষয়টা ঈমানের ভিতরে প্রবেশ করেছে। ইচ্ছা-শক্তি যেটি গোনাহ সমূহের প্রতি প্রত্যাবর্তনশীল এমনটি যে, আকীদা, আস্থার মধ্যে প্রবেশ করেছে। নতুবা, চমৎকার কর্মসমূহের উৎপত্তিস্থল হয়ে ফেরাউনীকর্ম করার জন্যে নহে।

হাঁ, ক্বোরআনে উল্লেখ করার ন্যায়: মানুষ তার মন্দ কর্মের জন্যে পুরোপুরিভাবে দায়ী (নিসা ৭৯) । কেননা পাপের ইচ্ছাকারী সে নিজে। পাপ কর্ম বিনাশের প্রকার থেকে হওয়ার কারণে, মানুষ একটি পাপের দ্বারা অনেক ধ্বংসকরণ কর্ম করতে পারে। অনাকাঙ্ক্ষিত কোন শাস্তির অধিকার উপার্জন করে। একটি ঈর্ষাপূর্ণ মেছের কাঠি দিয়ে পূর্ণ একটি ঘরকে জ্বালানোর ন্যায়। কিন্তু অপরদিকে উত্তম কর্মসমূহে, তার কোন প্রকার অহংকার করে কথাবলার অধিকার নাই। আছে তবে খুবই নগন্য, সীমিত। কেননা ভাল কাজের ইচ্ছুক, এবং দাবীর অধিকারী এলাহীর রহমত এবং ভাল কাজের সৃষ্টিকারী মহান রবের ক্ষমতার কেবল অধিকার রয়েছে। প্রশ্নকারী ও উত্তরদাতা, আহবানকারী ও মাধ্যম, দুনোটাই আল্লাহর থেকে (নিসা ৭৯) । মানুষ কেবল দোয়ার দ্বারা, ঈমানের দ্বারা, অনুভূতির দ্বারা, সন্তুষ্টির দ্বারা ভাল কর্মের নগন্য অধিকারী হয়। কিন্তু মন্দ কর্মে অগ্রহী কামনা, এটা মানুষের অন্তর সম্পর্কিত দায়বদ্ধকৃত বিষয় (হয় এটা তার যোগ্যতার দ্বারা অথবা- ইচ্ছার ধারা করে বলে এর জন্যে নিজে দায়ী)। যেমনটি সাদা, সুমার্জিত সূর্যের রুদ্ধ থেকে অনেক অঙ্গ-বিশেষ অংশ কালো বা নষ্ট হয়ে যায়। ঐ কালচাটে তার যোগ্যতার ওপর সম্বন্ধিত। কিন্তু ঐ কালচাটে, অনেক ফায়দাবলীকে অন্তর্ভুক্তকরণ এক কানুনে এলাহীর দ্বারা সৃষ্টিকারী ঘুরে ফিরে আবার আল্লাহ। অর্থাৎ মাধ্যমতা এবং প্রশ্ন, অন্তর থেকে এমনভাবে আগত যে, দায়ভার সে বহন করবে। জনাবে হকের সাথে সংশ্লিষ্ট হওয়া সৃষ্টি ও অস্তিত্যদান যদি হয়, তাহলে আরও সুন্দর ফলাফল এবং ফলসমূহ হওয়ার কারণে সুন্দর্যমন্ডিত, উপকারকৃত হয়। তাই এই পংক্তি থেকে স্পষ্ট যে মন্দকে অর্জন করা হল মন্দ মন্দকে সৃষ্টি করা মন্দ নহে। যেমন-অসংখ্য উপকারকে ধারণকারী বৃষ্টি থেকে কোন ব্যক্তি অলসতার দরুন ক্ষতির একটা দিক বুঝতে পেরে এভাবে বলতে পারে না যে “বৃষ্টি রহমত নহে। হাঁ, সৃষ্টি ও উদ্ভাবনে এক খন্ডবিশেষ মন্দের সাথে সীমাহীন উপকারিতা বিদ্যমান থাকে। অংশ বিশেষ একটি মন্দের জন্যে অসংখ্য উপকারীতাকে তরক করা আরও বড়, অসংখ্য মন্দ কর্ম হবে। ফলে ঐ অংশ বিশেষ মন্দটি ভালো এর আওতায় চলে আসে। এলাহীর সৃষ্টিতে মন্দ ও নিকৃষ্টতা নেই। বরং ব্যাপারটা বান্দার ব্যবহার ও যোগ্যতার সাথে সম্পর্কিত।

একইভাবে, যেমন এলাহীর নির্ধারিত ভাগ্য যা পরিণাম ও ফলসমূহের বিবেচনায় খারাপ ও মন্দ থেকে পবিত্র। ঐভাবেও কারণ ও মাধ্যম এর দৃষ্টিতেও অত্যাচার এবং বীভৎসতা থেকে পবিত্র। কারণ হল, ভাগ্য মৌলিক কারণসমূহকে দৃষ্টিপাত করে। এভাবে বিচার করে। কিন্তু মানুষগন, বাহ্যিক দর্শনীয় কারণ সমূহকে নির্দেশনাতে ভিত্তি স্থাপন করে করে চিন্তা করে। ভাগ্যের ক্ষেত্রে একই বিচারের তরে অত্যাচারে নিমজ্জিত হয়। উদাহরণ হিসেবে বিচারক তোমাকে চুরির অপরাধে হুকুম প্রদান করত জেলখানায় পাঠিয়েছে। অথচ তুমি চুরি কর নাই। কিন্তু কেউই জানে না তোমার গোপন এক হত্যা করার অপরাধ রয়েছে। তাই কদরে-ইলাহীও তোমাকে ঐ জেলে যাওয়ার ব্যাপারের সাথে হুকুম দিয়েছে। কিন্তু ভাগ্য, তোমার ঐ গোপন হত্যার উপর হুকুম হিসেবে বিচার করেছে। যদিও বিচারক (মানুষ) তোমাকে চুরির ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত নিয়েছে অথচ তুমি দৃশ্যত চুরির ব্যাপারে নিরপরাধ। সুতরাং একটি বস্তুতে দুটি দৃষ্টি-কোণের সাথে ভাগ্য ও এলাহীর সৃষ্টির বিচারালয় এবং মানব ব্যবহৃত, জুলুমকে দেখার ন্যায় অনান্য বস্তুসমূহ এটাকে তুলনাকৃত যুক্তি খাঠাও। অর্থাৎ ভাগ্য ও এলাহীর সৃষ্টি, যা শুরু ও শেষ, মূল ও কৃত্রিম, কারণ ও পরিণতি সমূহের বিবেচনার দৃষ্টিতে নিকৃষ্টতা, অকল্যাণ, এবং জুলুম থেকে পরিচ্ছন্ন, পবিত্র।

এখন যদি বলা হয়ঃ যেহেতু جزء اختياري (ইচ্ছা শক্তি) এর ব্যাপারটা সৃষ্টিকৃত নহে (ইচ্ছাশক্তি সৃষ্ট কিছু নহে) কেবল মানুষের ইচ্ছাশক্তির এক ঝাঁক মাত্র (মিল)। আর এটা একটি বিবেচনার প্রবণতার আওতায় হওয়া এক অর্জন যা থেকে অন্য ব্যক্তির হাতে কিছু অস্তিত্যময় হিসেবে ক্বোরআনে মু'জীযুল বায়ানে উল্লেখ হওয়াকৃত; আছমান সমূহের জমিনের স্রষ্টার প্রতিপক্ষ এই বিবেচনার প্রবণতার ইচ্ছাশক্তি বহনকারী মানুষকে শত্রু ও

দুশমনের ন্যায় স্রষ্টার পক্ষ থেকে একটি অবস্থার সৃষ্টি করা হয়েছে? এমনকি জমিন আসমান সমূহের মালিক আল্লাহ মানুষের বিবেচনার প্রবণতার আওতায় হওয়া এক অর্জন কার্যক্রম থেকে অপরাধীর অভিযোগ করছেন। ঐ শত্রু হওয়া মানুষের সম্মুখে বান্দা মু'মীন হলে তাহাকে সাহায্য করার জন্যে নিজেকে এবং ফেরেস্টাদেরকে তিনি ব্যাখ্যা করছেন। এই ঝোঁকদারী ইচ্ছা শক্তিকে অসংখ্য গুরুত্ব দিচ্ছেন। মহান রব নগন্য বিষয়কে কিভাবে তিনি এত গুরুত্ব দিচ্ছেন?

উত্তরঃ কেননা- কুফুরী, গুনাহ, অশ্লীলকর্ম এগুলো ধ্বংসাত্মক, অস্তিত্বহীন। বহ্যত: বিশাল বিনাশ এবং সীমাহীন অনুপস্থিতিসমূহ মাত্র। মানুষের একটি বিবেচিত নির্দেশের ও অস্তিত্বহীনতার প্রতি এটা একত্রিত হয়ে প্রতিষ্ঠা পেতে পারে। উদাহরণ স্বরূপ, যেমন অনেক বড় একটি জাহাজের কাভারী যদি সে তার কর্তব্য আদায় না করে ফলে জাহাজ ডুবে যায়, তাহলে ঐ জাহাজে কর্মরত সমস্ত কর্মচারীদের প্রচেষ্টা বিফলে যাবে। এই পূর্ণ বিনষ্টের দায় একজন ব্যক্তির সাথে জড়িয়ে প্রতিষ্ঠা পায়। একইভাবে, কুফুরী ও গুনাহ অনস্থিত্য ও ধ্বংসশীলতার প্রকার থেকে হওয়ায় মানুষের ইচ্ছাশক্তি একটি বিবেচিত কল্পনার নির্দেশের সাথে মিলে তাদের চলিত করে বিস্ময়কর প্রতিফলের কারণ হতে পারে। যদিও কুফুর স্থির একটি অপরাধ। কিন্তু এই কুফুরির দ্বারা সমস্ত কায়েনাতকে অমূল্যায়নের সাথে এবং অবজ্ঞার সাথে অবহেলা করা এবং একত্ববাদের প্রমানাদীর দ্বারা দেখানো সমস্ত সৃষ্টি সমূহকে মিত্যা প্রতিপন্ন করা এবং সমস্ত সিফাতি নাম সমূহের ঔজ্জল্যতাকে হয়ে প্রতিপন্ন করা থেকে সমস্ত কায়েনাত এবং সৃষ্টি সমূহ ও এলাহীর ইলিম সমূহের নামের সাথে দ্রুহীতা করার কারণে জনাবে হকু আল্লাহ কাফির থেকে শক্তভাবে অভিযোগ এবং কঠোরতর ভয় প্রদর্শন করাটা একই পদ্ধতির হিকমত এবং চিরস্থায়ী শাস্তি প্রদান করাটা একই রকমের সুবিচার। যেহেতু মানুষ কুফুর এবং গুনাহের মাধ্যমে অনিষ্টতার দিকে যাচ্ছে। অল্প এক মন্দ পরিশ্রমে অনেক ক্ষতিকর কিছু করতে পারে। এই জন্যে আহলে ঈমান তাদের বিপরীত জনাবে আল্লাহর সুমহান অনুগ্রহের মুখাপেক্ষী। কেননা-দশজন শক্তিশালী মানুষ, একটি ঘরের হেফাজতের ক্ষেত্রে এবং মেরামতে যদি ভার গ্রহণ করে, আর দুষ্ট কোন শিশুর ঐ ঘরে আগুন লাগানো সহজ, এই অগ্নী ধ্বংসের বিপরীত ঐ শিশুর তত্ত্বাবধায়কের কাছে অথবা বাদশাহর কাছে বিচারাধীন হওয়া, আবেদন করতে বাধ্য হওয়ার ন্যায়, মু'মীনদের ও ঐ রকম বেআদব, গুনাহগারদের বিপরীত ভারসাম্যতা রক্ষার জন্যে জনাবে হকের অসীম অনুগ্রহের মুখাপেক্ষী তারা থাকেন।

সারাংশঃ যদি ভাগ্য এবং ইচ্ছা-শক্তি নিয়ে কথা বলা ব্যক্তি আহলে-হুজুর এবং কামালে-ঈমানের ব্যক্তি হয়; তাহলে সে কায়েনাতের এবং জনাবে হকের প্রতি তার অন্তর উৎসর্গীত হবে। আল্লাহর ব্যবস্থাপনাকে জানতে পারবে। ঐ সময় ঐ লোকটার অধিকার রয়েছে ভাগ্য ও ইচ্ছাশক্তি নিয়ে কথা বলার। কেননা সে যেহেতু তার নফস ও অন্য সকলকিছুকে মহান আল্লাহর থেকে প্রদানকৃত এটা জানে তাই ঐ সময় ইচ্ছাশক্তিকে ভিত্তি করতঃ জবাবদিহিতা ধারণ করে। গুনাহের ভার গ্রহণ করে স্রষ্টাকে পবিত্র করে। এবাদতের আওতায় থেকে খোদায়ী বিচারকে (শাস্তি) তার নিজ জিম্মায় মেনে নিয়ে নেয়। একইভাবে, নিজ থেকে উত্তম কর্ম প্রকাশ পাওয়া কামালাত এবং হাসানাত এর সাথে দাঙ্গিকতা না করার জন্যে ভাগ্যের দিকে থাকায়, অহংকারের স্থলে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে। স্বীয় ক্ষেত্রে আগত মুসিবত সমূহের প্রতি ভাগ্যের দর্শন পায়। ধৈর্য ধারণ করে। যদি ভাগ্য ও ইচ্ছা শক্তি সম্পর্কে আলোচনাকারী ব্যক্তি আহলে গাফিল হয়; তাহলে ঐ সময় নিয়তি ও ইচ্ছাশক্তি নিয়ে কথা বলার তার অধিকার নাই। কেননা প্ররোচক নফস (নফসে আম্মারা) গাফিলত অথবা ভ্রষ্টতা বহন করতঃ দুনিয়াকে কারণ দেখিয়ে আল্লাহর মালকে ভাগ্য এবং ইচ্ছা-শক্তিতে বর্ণন করে নিজে নিজেকে মালিক স্বরূপ প্রতিষ্ঠা করে। কর্মকে তার নিজের প্রতি এবং মাধ্যম সমূহের প্রতি সম্বোধন করে। আর জবাবদিহিতা ও

ক্রটিসমূহকে ভাগ্যের হাওলা করে। ঐ সময় পরিশেষে জনাবে হকুকে দেওয়া হবে এমন ইচ্ছাশক্তি এবং সর্বোচ্চ চূড়ান্ত দৃষ্টিপাতের কারণ হওয়া ভাগ্যের আলোচনাও একেবারেই অর্থহীন হবে।

দ্বিতীয় আলোচনাঃ

আলোচনাটি আহলে ইলিমের বা জ্ঞানীদের সাথে সংশ্লিষ্ট (ব্যাপ্য)- এই দ্বিতীয় আলোচনাটি প্রচন্ড গভীর ও জটিল একটি বিষয়। সমস্ত মুহাক্কিক উলামাদের মতে এটি সর্বোচ্চ গুরুত্বপূর্ণ এবং বিতর্কপূর্ণ একটি ইলমে আকাইদের মাস-আলা রিছালে নূর এই মাস-আলাকে বিচক্ষণতার সাথে পূর্ণাঙ্গভাবে সমাধান করেছে।) ইহা জ্ঞানের একটি ধারালো গবেষণালব্ধ বিষয়।

যদি তুমি প্রশ্ন কর যে, ভাগ্যের সাথে ইচ্ছা শক্তির কিভাবে সমন্বয় সাধন করা হবে।

উত্তরঃ সাতটি কারণের দ্বারা সমন্বয় সাধন করা হবে.....

প্রথম কারণঃ অবশ্যই কায়েনাতের বিন্যাস এবং মানদণ্ডের গতিময়তার সাথে হিকমত ও আদালাতের প্রতি শাহাদাত প্রদানকারী এক আদিলে-হাকিম, যিনি মানুষের জন্যে কল্যাণ ও শান্তির কারণ হবেন, যার সূক্ষ্ম তাৎপর্য অজানা এমন এক ইচ্ছা-শক্তি দান করেছেন। ঐ আদিলে-হাকিমের অফুরন্ত হিকমত সমূহকে আমাদের না জানা থাকার ন্যায়, এই ইচ্ছা-শক্তির ভাগ্যের সাথে কিভাবে তিনি ভারসাম্যতা রক্ষা করাচ্ছেন আমাদের না জানাটা এটা প্রমাণ করে না যে ইচ্ছা শক্তির সাথে নিয়তির কোন ভারসাম্যতা নেই।

দ্বিতীয় কারণঃ প্রয়োজনের তাকিদে সকলেই নিজেদের মধ্যে একটি ইচ্ছার ব্যাপার অনুভব করে। আর ঐ ইচ্ছার অস্তিত্যকে ভাবোদ্দীপক, উপলব্ধিমূলক ভাবে জানে। সৃষ্টি সমূহের সুক্ষ-রহস্য জানা হল আলাদা বিষয়। একিভাবে, অস্তিত্যকে জানা ও পৃথক বিষয়। এখানে অনেক কিছুই হিকমত বিদ্যমান রয়েছে। সে গুলোর অস্তিত্য আমাদের দৃষ্টিতে তাৎক্ষণিক হওয়ার ধরন তার সুক্ষ, তাৎপর্য আমাদের কাছে অচেনা অজানাতাই এই ইচ্ছা শক্তিও ঐগুলোর সারিতে প্রবেশ করতে পারে। সবকিছু আমাদের জ্ঞাত বিষয় সমূহে সীমাবদ্ধ নহে। ইলিম না থাকাটা এর না হওয়াকে প্রমাণ করে না। (মাহিয়্যাত, মাহাত্মা আল্লাহ জানেন মানুষ কেবলমাত্র সুরত জানে)।

তৃতীয় কারণঃ ইচ্ছা শক্তি এটা ভাগ্যের বিপরীত নহে। বরং ভাগ্য ইচ্ছাকে, জোরদার সমর্থন করে। কেননা ভাগ্য হল ইলমে-এলাহীর একটি মাহাত্মময় প্রকার। আর ইলমে-এলাহী আমাদের ইচ্ছা শক্তির সাথে ঝুলিয়ে সংশ্লিষ্ট হয়েছে। আর যখন এমনটি বাস্তবতা, তখন ইচ্ছাশক্তি ভাগ্যকে সমর্থন করেছে। প্রত্যাক্ষ্যান করেছে না।

চতুর্থ কারণঃ ভাগ্য হল জ্ঞানের প্রকার থেকে একটি। আর ইলিম হল মা'লুমের (জ্ঞাত বিষয়ের,বস্তুর) অনুগত। অর্থাৎ- কিছু একটা কিভাবে হবে, এই রকম প্রশ্ন উত্তরের সম্পর্কে সম্পর্কিত হচ্ছে। নতুবা জ্ঞাত বিষয় (মা'লুম) ইলিমের অনুগত নহে। অর্থাৎ ইলিম এর কার্যক্রম; যা এই মা'লুম (ঘটিত অস্তিত্ব সমূহ) এর বাহ্যিক অস্তিত্বের ক্ষেত্রে পরিচালনা বা চাপ সৃষ্টিকারী হিসেবে মূল ভিত্তি নহে। কেননা = মা'লুমের (জ্ঞাত বিষয়/বস্তুর) সত্তা এবং বাহ্যিক অস্তিত্ব, ইচ্ছার প্রতি অনুসারী এবং এর সাথে কুদরতকে (ভাগ্যকে) সংযোজিত করে। এমনকি চিরন্তন; এটা এমন গুণ যা অতীতের ধারাবাহিকতার কোন এক প্রারম্ভ নহে বস্তুর অস্তিত্যে ভিত্তি করতঃ এর অনুসারে যেন একটি বাধ্যগত চিত্র চিত্রায়িত করে। বরং ١٣ (আযাল) হল এমন গুণ যে গুণে অতীত বর্তমান ও ভবিষ্যৎকে একত্রে রাখে। উপর থেকে দৃষ্টিপাতকারী একটি আয়নার মতন

ব্যাপারটি (যেন আয়নার নীচে সকল কালকে এক সাথে দেখা যায়) । আর যদি এমনি হয়, তাহলে সৃষ্টিকুলের ভিতরে দূরবর্তী বিগত কালের বা অতীতের মধ্যে এক দুই এমনটি কল্পনা করতঃ এটাকে আয়াল (সীমাহীন) বলে ঐ আয়াল ইলিমকে বস্তুর ধারাবাহিকতার সাথে প্রসিদ্ধ হওয়াটা এবং নিজেকে তার বাহিরে অবস্থানরত হিসেবে ধারণা করাটা ঐ দৃষ্টিতে বিচার বিবেচনা করা এটা হাক্কিকাত নহে ।

এই রহস্যকে উন্মোক্ত করার জন্যে আগত উদাহরণটি লক্ষ কর । তোমার হাতে একটি আয়না রয়েছে । ডান পার্শ্বকে অতীতকাল ধরে; বাম দিকটাকে ভবিষ্যত হিসেবে যদি মেনে নেওয়া হয়; তখন ঐ আয়নাটি কেবল তোমার সম্মুখেই বিদ্যমান, আর ঐ দুই দিক একটি তার দিকে রাখে, সবদিক এক সাথে রাখে না । ঐ আয়নাটি এখন যে পরিমাণ নিম্নে থাকবে তা অনুযায়ী অল্প দেখা যাবে । কিন্তু যদি ঐ আয়নার সাথে আমরা উপরে উঠি তখন ঐ আয়নার বিপরীত চিত্র প্রশস্ত হতে থাকবে । এভাবে উপরে যদি উঠতে থাকে, তখন সকল দিক দুই দিকের (অতীত বর্তমান ভবিষ্যত) বিবেচনায় এক দিকে রূপান্তর হয়ে যাবে । ডান ও বাম সব এখন আমাদের নিচে (সকল কাল আয়নার ভিতরে) । অতএব: এই আয়নার এই অবস্থানের চিত্রায়িত করণের তরে, ঐ দূরত্বের মধ্যে চলিত হওয়ার অবস্থা পরস্পরের ক্ষেত্রে এটা পূর্বে এটা পরে এটা উপযোগী এটা অনুপযোগী এরকম বলা যাবে না । যেখানে শেষ ও শুরু এখন এক হয়ে গেছে । ফলে ভাগ্য আযালী-ইলিম থেকে হওয়ার ধরুন হাদীস শরীফের রেওয়ায়েতের ব্যাখ্যার সাথে; চূড়ান্ত উচ্চ দৃশ্য থেকে আয়াল থেকে আবাদ পর্যন্ত প্রত্যেক বস্তু, হয়েছে এবং হবে একত্রে রাখে, এটা বেষ্টিতকৃত এমন এক মাকামে আ'লা (সুউচ্চ স্থর) ” । আমরা এবং আমাদের ধারণ ক্ষমতা, ভাগ্যের বাহিরে হতে পারিনা যে, যেন অতীতের দূরত্বের মধ্যে একটি আয়নার আকৃতি হয় । (তাই এমন আয়নার ক্ষমতা আযালি-আবাদি আল্লাহ্র জন্যে বিশেষায়িত, তার কাছে নিয়ন্ত্রিত)

পঞ্চম কারণঃ ভাগ্য বা মাধ্যম এর সাথে ঘটনার সম্পর্ক রয়েছে । অর্থাৎ এই ঘটনা ঐ মাধ্যমে হবে । আর এরকম যদি হয় তাহলে বলা যাবে না যে, “যেহেতু অমুক ব্যক্তির মরন অমুক সময়ে সুনির্দিষ্ট আছে, তাই মারা গিয়েছে । ইচ্ছা শক্তির মাধ্যমে বন্দুকের গুলি ব্যবহারকারী ব্যক্তির দ্বারা যে মৃত্যু ঘটেছে বন্দুকের গুলি ব্যবহারকারীর কি অপরাধ রয়েছে, গুলি না করলেও তো ঐ লোক ঐ সময় মারা যেত”?

প্রশ্নঃ কেন বলা যাবে না এমনটি?

উত্তরঃ কারণ, ভাগ্য, তার মৃত্যুতে ঐ গুলির সাথে সুনির্দিষ্ট ছিল । এখন যদি গুলি না করাটাকে মেনে নেই, তখন তুমি ভাগ্যের সম্পর্ককে তার সাথে নেই মনে করছ । এমনটি করলে তার মৃত্যুকে কারণ হিসেবে কিসের আওতায় আনবে । তখন হয় জাবরিয়া জামাতের ন্যায়; মাধ্যমকে পৃথক ঘটনা পৃথক বিষয়, একেকটিকে ভাগ্য হিসেবে কল্পনা করবে । নতুবা মু'তাজিলা জামাতের ন্যায় ভাগ্যকে অস্বীকার করবে ।

পরে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতকে ছেড়ে দিয়ে পথভ্রষ্ট দলের অন্তর্ভুক্ত হবে । এমনটি হলে আমরা আহলে হক্ক বলি যে, যদি গুলি না করত তাহলে আমাদের মতে বিষয়টা মাজহুল (অজানা) । জাবরিয়ারা বলে গুলি না করলেও লোকটি মারা যেত । আবার মু'তাজিলারা বলে গুলি না করলে লোকটি মারা যেত না ।

ষষ্ঠম কারণঃ (ব্যাখ্যা - এই অংশটুকু কেবল যোগ্য আলিমদের সাথে সংশ্লিষ্ট) ইচ্ছা শক্তির মূল উৎস হল ঝাঁক । প্রবণতা, ইমাম মা'তুয়ীদির মতে এই (ميل) ঝাঁকটা হল একটি বিবেচনার অংশ (মাখলুক নহে) বান্দাকে দেওয়া যেতে পারে । (বান্দার মাঝে বিদ্যমান) । কিন্তু ঈমাম আশ-আরী মতবাদে এটা একটি (মাখলুক) অস্তিত্বের দৃষ্টিতে লক্ষ করার কারণে বিবেচনার অংশ (امر اعتباري) । কিন্তু এখন এটা হল ভাল মন্দের ব্যবহারের

ভিত্তিতে। এই ঝোঁক, বিবেচনা-শক্তি মৃত বান্দাকে দেওয়া হয় নাই। এখন যদি এমনটি হয় তাহলে ঐ ঝোঁক ঐ ব্যবহার হবে একটি আপেক্ষিক নির্দেশনা যা (امر نسبي) এর মুহাক্কাক যার কোন বাহ্যিক অস্তিত্ব নেই। (যেমন-সংখ্যাবলী) আবার যদি (امر اعتباري) (বিবেচনার নির্দেশনা) হয়, তাহলে (علة نامية) পরিপূর্ণ কারণ চাইবে না যে, পূর্ণ ইল্লাত অস্তিত্বের জন্যে দরকার ও প্রয়োজন এবং আবশ্যকীয়তা মধ্যভাগে প্রবিষ্ট হয়ে ইচ্ছাকে তুলে নেয়। বরং ঐ বিবেচনার অংশ (امر اعتباري) র ইল্লাত একে উচ্চতার লেবেলে কোন অবস্থায় যদি আনে কোরআন তাহাকে ঐ সময় বলতে পারে, যে এইটা মন্দ এটা কর না। হাঁ, যদি বান্দা কর্মের কর্তাক্ষেত্র পাইত এবং “সৃষ্টিতে ক্ষমতাবান হইতো ঐ সময় ইচ্ছা রহিত হত। কেননা, ইলমে উসূল ও হিকমতের মধ্যে (مَا لَمْ يَجِبْ لَمْ يُوجَدْ) উক্ত কায়দা প্রতিষ্ঠিত যে “কোন কিছু যদি আবশ্যক না হয় তাহলে এটা অস্তিত্বে আসবে না, অর্থাৎ পূর্ণ ইল্লাত পাওয়া যাবে যা পরবর্তীতে অস্তিত্বে আসতে পারে। এখন যদি পূর্ণ ইল্লাত পাওয়া হয়, চায় তাহলে (معلول) পরিণতি প্রয়োজন ও আবশ্যকতার দাবী রাখে।

এখন যদি বল যে, مَرْجُحٌ কোন (অগ্রাধিকার কোন অগ্রাধিকার প্রদানকারী ছাড়া) ব্যতীত অসম্ভব। যেখানে, ঐ ঝোঁক/বিবেচিত নির্দেশন কে আমরা বলি মানুষের কৃত অর্জন; যা কখনও কর্ম করতে না করার সংশ্লিষ্ট যা অগ্রাধিকার প্রদানকারীর দায়িত্ব বাহক কাউকে যদি পাওয়া না যায় তাহলে অগ্রাধিকার প্রদানকারী ছাড়া অগ্রাধিকার জরুরী হয়ে যায়। আর এটা অসম্ভব। আর এমনটি যদি হয় তাহলে কালাম শাস্ত্রের নীতির গুরুত্বপূর্ণ ভিত্তিকে জ্বালানোর নামাস্তর.....?

উত্তরঃ تَرْجُحٌ (তারাজ্জুহ) অগ্রাধিকার পাওয়া কোন অগ্রাধিকার প্রদানকারী (আল্লাহ) ছাড়া অসম্ভব। * (ব্যখ্যা) (তারাজ্জুহ এবং তারজিহ পৃথক দুটি বিষয় অনেক পার্থক্য আছে)।

অর্থাৎ অগ্রাধিকার প্রদানকারীর, কারণবিহীন প্রাধান্যতা/সম্ভাবতা অসম্ভব। নতুবা অগ্রাধিকার কারণ/অগ্রাধিকার প্রদানকারী বিহীন (মানব ঝোঁক) জায়েয রয়েছে প্রমাণ ও আছে। ইচ্ছা একটি গুণ। তার মনস্করণ এমনিতে কর্মে দেখা যায়।

এখন যদি তুমি বল যে, যেহেতু হত্যাকে আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন। তাহলে হত্যাকারীকে কেন হত্যাকারী বলা হয়?

উত্তরঃ কেননা ইলমে ছরফের কায়দা মোতাবেক ইসমে-ফাইল (কর্তাসূচক শব্দ) হল একটি আমরে-নিছবি (আপেক্ষিক নির্দেশনা) হওয়া মাছদার (শব্দমূল) থেকে আগত হয়। নতুবা কোন আমরে-ছাবিত (প্রতিষ্ঠিত নির্দেশনা) হওয়া মাছদার থেকে অর্জিত হয়ে নির্গত হয় না (ফাইল শব্দ নিজে নিজে মাসদার নহে, মানুষ এটাকে আল্লাহর মাখলুক মাসদার থেকে বানিয়েছে)। এখন এখানে উক্ত কর্তাসূচক শব্দের মাছদার হল আমাদের অর্জন (كسب)। তাই হত্যার উপাদি আমরা নিব। মাছদার দ্বারা নির্গত, এটা আল্লাহর মাখলুক। জবাবদিহিতাকে উপলব্ধিকরায় এমন বস্তু যা মাছদার দ্বারা নির্গত, অন্য শব্দ থেকে তৈরী হয় না।

সম্ভ্রম কারণঃ মানুষের ইচ্ছা শক্তি এবং অভিপ্রায় আঁচ, এটা তীব্র দুর্বল একটি বিবেচনা ঝোঁক/নির্দেশনা। কিন্তু জনাবে হক্ব এক হাকিমে মুতলাক্ব ঐ দুর্বল ইচ্ছা শক্তিকে কুন্নি ইচ্ছার সাথে একটি সাধারণ শর্ত লাগিয়ে দিয়েছেন। অর্থাৎ প্ররোক্ষভাবে বলছেন যে, “হে আমার গোলাম! তোমার ইচ্ছায় যেখানে যেতে চাও আমি তোমাকে নিয়ে যাব, আর যেহেতু বিষয়টি এমন, তাই জবাবদিহিতা তোমার সাথে সংশ্লিষ্ট। সাদৃশ্যে কোন ভুল যেন না হয়, এটা হল তুমি একটি দুর্বল শিশুকে তোমার সম্মুখে যদি আন এবং তাহাকে স্বাধীনভাবে ছেড়ে দিয়ে, যদি তুমি বল যে, “তুমি কোথায় যেতে চাও আমি ওখান নিয়ে যাব। পরে বাচ্ছাও উচু এক পাহাড়ে

যেতে চাইল, তুমি ও ওখানে নিয়ে গেলে, পরে বাচ্চা ঠান্ডা অনুভব করল অথবা পড়ে গেল। তখন অবশ্যই “তুমি চেয়েছিল এখানে আসতে এভাবে বলে তিরস্কার করতঃ তার গালে একটি চড় বসাবে। সুতরাং জনাবে হকু আল্লাহ, আহকামুল-হাকিমিন, প্রচণ্ড দূর্বল হওয়া এক বান্দাকে, তার ইচ্ছাকে একটি প্রচলিত শর্তে ব্যবহার করতঃ কুল্লি- ইরাদা দিয়ে বান্দার প্রতি দৃষ্টিপাত করেন।

মোট কথাঃ হে মানুষ! তোমার হাত অতি দূর্বল, এবং ধ্বংসকর্মে ও বিনাশকর্মে হাতকে অতি লম্বা এবং উত্তমকর্মে অতি খাটো, ইচ্ছা শক্তির নামে একটি ঐচ্ছিকতা রয়েছে। ঐ ঐচ্ছিকতার প্রথম বিন্দুকে এক হাতের প্রার্থনায় প্রদান কর যে, যেন তোমার সততার ধারাবাহিকতার একটি ফল হওয়া ঐচ্ছিকতা যেন জান্নাত পর্যন্ত পৌঁছে এবং ফুল হওয়া ঐচ্ছিকতার ঝোঁক যেন সা’আদাতে আবাদিয়্যার প্রতি ঐ হাত লম্বা হয়। অন্য হাতে ইস্তেগফারকে দাও যে, এই হাত যেন মন্দ কর্ম থেকে খাটো হতে থাকে, এবং ঐ অভিশপ্তের বৃক্ষ হওয়া জাহান্নামের যাক্কুম (জাহান্নামের কন্টক বৃক্ষ) পর্যন্ত যেন না পৌঁছে। অর্থাৎ দোয়া ও তাওয়াক্কুল উৎকৃষ্টতার প্রবণতার প্রতি বড় এক শক্তি প্রদানের ন্যায় ইস্তেগফার এবং তাওবা এবং কু-প্রভৃতির ঝোঁককে কর্তন করে এবং বাড়াবাড়ি কে ভেঙ্গে চূড়ম্বার করে।

তৃতীয় আলোচনা

ভাগ্যের প্রতি বিশ্বাস হল ঈমানের রুকন সমূহের থেকে একটি। অর্থাৎ সবকিছুই জনাবে হক্বের জ্ঞাত তাকদীরের (লিখিত নিওমের) সাথে অন্তর্ভুক্ত। ভাগ্যের আলোচনায় এত পরিমাণ অকাঠ্য দলীল সমূহ বিদ্যমান আছে যে, সীমা এবং পরিমানহীন। আমরা, সাদাসিদে এবং প্রাধান্য বিস্তারকারী এক পদ্ধতিতে এই ঈমানের রুকন কি পরিমাণ শক্তিশালী এবং প্রশস্ত রয়েছে এটা একটি প্রারম্ভিক দ্বারা তুলে ধরছি।

প্রারম্ভিকাঃ প্রত্যেক বস্তু অস্তিত্বের পূর্বে এবং পরে লেখার ন্যায় যা আগত আয়াতে সৃষ্ট-

وَلَا رَطْبٌ وَلَا يَابِسٌ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ

এবং কোন আর্দ্র ও শুষ্ক দ্রব্য পতিত হয় না; কিন্তু তা সব প্রকাশ্য গ্রন্থে রয়েছে। (আন- আম-৫৯)

এবং অসংখ্য কোরআনের আয়াত সমূহ ঘোষণা দিচ্ছে এবং এই কায়েনাতে নামী কুদরতের বড় কোরআনের (দুনিয়ার) আয়াত সমূহ (প্রাণীকুল) ও এই কোরআনের সাথে সম্পর্ক রীতিব্যবস্থা ও ভারসাম্যতা এবং সুবিন্যস্ততা এবং প্রতিকৃতি এবং অলঙ্করণ এবং চমৎকারের ন্যায় গঠন সৃষ্টির নিদর্শনাবলী সাক্ষী দিচ্ছে যে, সবকিছুই আসলে লিপিবদ্ধ। কিন্তু অস্তিত্বে আসার পূর্বে সবকিছু লিখিত এবং নির্ধারিত হওয়ার প্রমাণ হল সমস্ত নীতিমালা ও বীজসমূহ এবং পরিমাণ ও আকৃতি সমূহ।

যদি ও প্রত্যেক বিচি ও বীজসমূহ “কাফ নুন (ك ن هـ) এর ভান্ডার থেকে বহির্গামী একেকটি সিন্দুক যে, ভাগ্যের সাথে চিত্রায়িতকারী এক সূচিপত্র তাকে বিদায়ী শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করেছিল যে; কুদরত ঐ ভাগ্যের জ্যামিতিক ভাষায় অনুসমূহ ব্যবহার করতঃ ঐ বীজ সমূহের উপরে বিশাল আকারের মু’জিয়াতে-কুদরতকে তৈরী করছে। অর্থাৎ সমস্ত বৃক্ষের মধ্যে আগত সকল অবস্থাসমূহ লিখিত হওয়ার আওতাবদ্ধ রয়েছে। যদিও বিচি সমূহ, উপাদানগতভাবে হালকা নগন্য একে অপরের ন্যায়ই উপাদানগতভাবে এটা যেন কিছুই নয়। এমনকি, প্রত্যেক বস্তুর সুশৃঙ্খলতার পরিমাণ ভাগ্যের মধ্যে পরিষ্কারভাবে প্রদর্শনীয়। হাঁ, যেই সৃষ্টি জীবের দিকে থাকানো হয় না কেন দেখা যাচ্ছে যে, অতি হিকমতপূর্ণ ভাবে এবং শিল্পায়িত করে এমন এক উর্বর শুষ্ক খাজিনা থেকে বের হয়েছে এর ন্যায় এক নির্দিষ্ট পরিমাণ এক আকৃতি রয়েছে যে, ঐ পরিমাণে ও চিত্রে ঐ

রূপ গ্রহণ হয় আবশ্যিক এক চূড়ান্ত মাত্রায় একেক বস্তুর পুরাতন পদ্ধতির কারখানা পাওয়া জরুরী নতুবা এই সকল পরিমাণ আকৃতি সমূহের জন্যে ভাগ্য থেকে আগত সুসজ্জিত ইলমি এক খোদায়ী কারখানা এর সাথে কুদরতে-আযালের প্রতি এ আকৃতি, রূপকে কেটে কেটে পরিধান করাচ্ছেন। যেমনঃ- তুমি ঐ বৃক্ষের প্রতি ঐ জানোয়ারের প্রতি সচেতনভাবে লক্ষ কর যে; এটা নিষ্ক্রীয়, বদির অন্ধ, অচেতন, পরস্পরে সমান হওয়া অনুসমূহ তার বড় ও প্রশস্ত হওয়াতে কাজ করছে। অনেক আঁকাবাঁকা সীমানায় ফল ও উপকারের জন্যে যেন তার, কোথায় যাওয়া দরকার স্থানকে জানে, দেখে এভাবে উপাদানমুখী অনুরা দাড়ায় এবং স্থায়ী স্থলে বড় এক উদ্দেশ্যে অনুসরণ করছে এমনটির ন্যায় স্থল বড় এক উদ্দেশ্যে অনুসরণ করছে এমনটির ন্যায় স্থল পরিবর্তন করে। অর্থাৎ তাকদির থেকে আগত প্ররোক্ষ পরিমাণের এর আধ্যাত্মিক পরিমাপের আদেশের সাথে গুরা (এটমরা) পর্যন্ত গতিতে গতিময়ী। যেহেতু দ্রব্য এবং দেখা যায় এমন বস্তুতে ঐ পরিমান তাকদীরের তাজাল্লী রয়েছে। তাহলে অবশ্যই বস্তুর সময় অতিক্রমতার সাথে পরিধানকৃত আকৃতি সমূহ এবং গতিময়তার সাথে অর্জিত হওয়া অবস্থান সমূহ ও একটি তাকদীরের সুবিন্যাস্ততার প্রতি অনুগত। হাঁ, একটি বীজের মধ্যে যেমন স্বতঃস্ফূর্তভাবে ইচ্ছা এবং গঠন নির্মাণের নির্দেশনাবলীর শিরোণাম হওয়া “কিতাবে-মুবীন (স্পষ্ট কিতাব) থেকে প্রদত্ত খবর এবং ইশারাকারী” হল একটি তজল্লী। তেমনি দৃষ্টিপাতমূলকভাবে নির্দেশন ও ইলমে এলাহীর এক শিরোনাম হওয়া “ঈমামে-মুবীন থেকে খবর প্রদানকারী এবং সংকেত প্রদানকারী” এই তজল্লী বিদ্যমান রয়েছে।

এখন যদি তাৎক্ষণিক স্বতঃস্ফূর্ত ভাগ্য হয়; তাহলে ঐ বীজের ধারণকৃত বৃক্ষের বস্তুগত ধরণ ও আকৃতি, অবস্থান ও গঠন এমন যে পরে চর্মচক্ষু দ্বারা দেখানো হবে। এখন যদি এটা তাত্ত্বিক ভাগ্য হয়; তখন ঐ বীজের মধ্যে বীজের সৃষ্টি করা হবে গাছের হায়াতের পরিমাণ অতিক্রমী ব্যাখ্যাসমূহ অবস্থানসমূহ, রূপায়ন, চলন, তাসবীসমূহ সহ সবকিছু যে, হায়াতের ইতিহাস নামের সাথে ব্যাখ্যা করানো কত সময় অসময়ের ব্যাতিক্রমী ব্যাখ্যাসমূহ অবস্থান সমূহ, চিত্রসমূহ, কর্মসমূহ, যা ঐ বৃক্ষের ডালপালা, পাতাসমূহের ন্যায় সুবিন্যাস্ত একেকটি তকদিরের পরিমাণ বিদ্যমান।

আর যেহেতু সর্বোচ্চ নগন্য বস্তুর ও তৃণমূল বস্তুর মধ্যে এমনটি ভাগ্যের তজল্লী (কিরণদীপ্তী) রয়েছে। তাহলে অবশ্যই এটা প্রমাণ করে অনির্দিষ্ট সীমাহীন বস্তুসমূহের অস্তিত্বের পূর্বে লিপিবদ্ধ রয়েছে এবং অল্প এক সুক্ষ সচেতনতার দ্বারা বুঝা যায়।

এখন প্রত্যেক বস্তুর অস্তিত্বের পর ভবিষ্যৎ হায়াত লিপিবদ্ধ করার ক্ষেত্রে প্রমাণ যদি হয়: পৃথিবীতে কিভাবে মুবীন এবং ঈমামে মুবীন থেকে সংবাদ প্রধান করা সমস্ত ফলশ্রুতি এবং লাওহে মাহফুজ থেকে দেওয়া ঘর এবং সংকেত যা মানুষের মধ্যে অবস্থীত সকল স্বরণ শক্তি একেকটি স্বাক্ষী স্বরূপ। একেকটি নিদর্শন স্বরূপ। হাঁ, প্রত্যেক ফলের বৃক্ষের হায়াতের সময়সীমা তার অন্তর এর হুকুমকৃত হওয়া বীজের মধ্যে লেখা হচ্ছে। মানুষের আগত ভবিষ্যৎ হায়াতের সাথে বারবার আলমের অতীতকালীন ঘটনাবল্ল স্বরণ শক্তিতে এক রকম এক তরতিবে লেখা হচ্ছে যে, সুক্ষ শরিষার ক্ষুদ্রতার মধ্যে এই শক্তিতে কুদরতের স্বাক্ষর ভাগ্যের কলমের দ্বারা মানুষের আমলের ছহীফা থেকে ছোট এক সূত্র অনুলিপি করতঃ মানুষের হাতে দিয়ে, মগজের পকেটে রেখে দিয়েছে। সুদূর হিসাব করার কালে যেন তাহাকে স্বরণ করিয়ে দেয়। এমন কি যাতে নিশ্চিত হয় যে, এই অস্থায়ী এবং নশ্বর জগাখিচুরীর মধ্যে স্থায়ীত্বের জন্যে অসংখ্য দর্পন সমূহ রয়েছে যে, কাদিরে-হাকিম নশ্বর সমূহের বৈশিষ্ট্যাবলী এদের মধ্যে চিত্রায়িত করে স্থায়ী করে রাখছেন। এবং স্থায়ীত্বের জন্যে অগনিত লওহা, তখতাসমূহ রয়েছে যে হাফিজে-আলিম নশ্বর সমূহের অর্থাবলী ঐ তখতাবলীতে লিখছেন।

মোট কথাঃ যেহেতু অতি নগন্য ও নিম্ন স্থরের হায়াতকৃত লতাপাতার হায়াত এই মাত্রায় ভাগ্যের পরিবেশিত বিন্যাসের অনুগামী। তাহলে তো অবশ্যই সর্বোচ্চ স্থরের জিন্দেগীতে হায়াত বহনকারী মানুষের ক্ষেত্রে, সমস্ত সুক্ষ, অতিরিক্ত বিষয়াদীর ক্ষেত্রে তাকদিরের মানদণ্ডের দ্বারা আঁকা হয়েছে এবং তাকদিরের কলমের দ্বারা লিখানো হচ্ছে। হাঁ, যেমনটি ছোট কোন ফুটা যেগুলো মেঘ থেকে সংবাদ প্রদান করে গুড়িগুড়ি বৃষ্টি এবং ঝর্ণা প্রদর্শন করে। সুত্রাবলী পকেট বুক এক কবরের খাতার অস্তিত্যকে ইঙ্গিত প্রদান করে। ঐভাবেও এই আমাদের দর্শনীয়, প্রাণী জীবের বস্তুগত ব্যবস্থাপনাকৃত, স্বতঃস্ফূর্ত ভাগ্য এবং আধ্যাত্মিক বন্দোবস্ত এবং জীবকৃত দৃষ্টিপাতমূলক ভাগ্যের হালকা বৃষ্টি এবং ফুটা সমূহ সুত্রাবলীর হাত ব্যাগ সমূহের আওতায় হওয়া ফলাদী, বীজাবলী, বীজসমূহ, বিচি সমূহ আকৃতি সমূহ, রূপসমূহ, স্বতঃস্ফূর্তভাবে কিতাবে মুবীন বলাকৃত ইচ্ছা ও সৃষ্টির নির্দেশনাবলীর খাতাকে এবং “ঈমামে মুবীন উল্লেখিত ইলমে এলাহীর এক তথ্য প্রস্তুক হওয়া লওহে মাহফুজ কে প্রদর্শন করছে।

কাজিত ফলশ্রুতিঃ যেহেতু আমরা সরাসরি দেখছি যে, প্রত্যেক প্রাণীজীবের বড় ও উন্নতির সময়কালে; অনু সমূহ এদিক সেদিক সীমানা সমূহে, যায়, দাড়ায়, অনুসমূহ তাদের রাস্তা পরিবর্তন করে। ঐ সীমারেখা সমূহের শেষ প্রান্তে একেকটি হিকমত, ফায়দা, কল্যাণে ফল প্রদান করে। তাৎক্ষণিকভাবে ঐ বস্তুর চিত্রগত পরিমাণ একটি ভাগ্যের কলমের দ্বারা চিত্রায়িত করা হয়েছে। সুতরাং উপস্থিত স্বতঃস্ফূর্ত ভাগ্য ঐ প্রাণী জীবের প্ররোক্ষ অবস্থাকে ও এক নিয়তীর কলমের দ্বারা আঁকা হয়েছে সুবিন্যস্ত ফলপ্রদ সীমানা শেষ সীমান্তে বিদ্যমান আছে প্রদর্শন করছে। কুদরত শব্দটি একটি মাছদার আর কাদার একটি মিছতার লিখিত কর্মসূচি কুদরত ঐ অর্থবহুল কিতাবে, ঐ লিখিত কর্মসূচির উপর লিখে। আর যেহেতু বস্তুগত ও আধ্যাত্মিক নিয়তির কলমের দ্বারা অঙ্কিত হয়েছে উপকারী কিনারা সমূহ, হিকমতপূর্ণ শেষ প্রান্তাবলী হওয়াটা আমরা শক্তিশালীভাবে বুঝতেছি। অবশ্যই প্রত্যেক জীবের জীবনকালে অতিক্রান্ত অবস্থাবলী এবং মনোভাব ঐ তাকদিরের কলমের দ্বারা চিত্রাঙ্কিত করা হয়েছে। কেননা জীবনের ভবিষ্যত, একটি পরিব্যবস্থা এবং ভারসাম্যতার সাথে স্রোতময় হচ্ছে।

তার আকৃতি সমূহ পরিবর্তন করা হচ্ছে। রূপসমূহ নিচ্ছে। যেহেতু এরকম, তাই সাধারণ অসংখ্য প্রাণীকূলে তাকদিরের কলম তার কর্ম চালিয়ে যাচ্ছে। তাহলে অবশ্যই পৃথিবীর সবচেয়ে পরিপূর্ণময় ফল এবং জমিনের খলীফা এবং সুমহান আমানতের বহনকারী হওয়া মানুষের হায়াতের ভবিষ্যৎ, যা সবকিছু থেকে বেশি তাকদীরের নিয়মের প্রতি অনুগত।

এখন যদি বল যে, তাকদীর আমাদেরকে এমনটি বেষ্টিত করে রেখেছে। আমাদের স্বাধীনতাকে উঠিয়ে নিয়েছে, প্রশস্ততায় এবং ঘোরপাকে আগ্রহীকৃত অন্তর ও রুহ এর জন্যে ভাগ্যের প্রতি ঈমান আনা এক রকম বাধ্যবাধকতা এক ধরনের সমস্যা কি প্রদান করছে না?

উত্তরঃ অকার্য্যভাবে এবং নিঃসন্দেহে কখনও নহে। সমস্যা না দেওয়ার ন্যায় অগনীত এক সহজলভ্যতা এবং স্বাচ্ছন্দ্যময়তা এবং আত্ম প্রশান্তি প্রদানকারী নিরাপত্তা জোরদারকারী এক নেশা এক নূর প্রদান করছে। কেননা মানুষ যদি তাকদিরে ঈমান না আনে ছোট এক এলাকার অংশ বিশেষ এক স্বাধীনতা সুনির্দিষ্ট এক ভবগুয়েমীতার মধ্যে দুনিয়া সমপরিমাণ ভারী এক বোঝা বহন বোঝা রুহ এর জন্যে বোঝাই বাধ্যতামূলক হবে। কেননা মানুষ সমস্ত দুনিয়ার সাথে সংশ্লিষ্ট, অগনীত উদ্দেশ্য এবং তার চাহিদা রয়েছে। কুদরত, ইচ্ছা, স্বাধীনতা; কোটি মানুষের মাঝে একজনের ক্ষেত্রে যথেষ্ট না হওয়াটা আধ্যাত্মিক সমস্যাবলী বহন করাটা কি

পরিমাণের আশ্চর্যজনক ও ভয়ংকর হচ্ছে বুঝা যায়। তাই তাকদীরে বিশ্বাস করা সমস্ত ঐ বোঝাবলীকে তাকদীরের জাহাজে নিক্ষেপ করে। পূর্ণ স্বাচ্ছন্দ্যতার সাথে রূহ ও অন্তরের পূর্ণ স্বাধীনতার সাথে পূর্ণতায় আজাদী প্রদক্ষিণে ময়দান প্রদান করে। কেবল নফসে-আম্মারার অংশ বিশেষ স্বাধীনতা উঠিয়ে নেয় এবং ফেরাউনীকে এবং খোদায়ীভাবকে এবং যা ইচ্ছা তাই করাকে নষ্ট করে ভেঙ্গে ফেলে। ভাগ্যের উপর বিশ্বাস বা ঈমান রাখা এতটাই স্বাদময় যে, এতটাই সুখানন্দের যে, বুঝানো অনেক জটিল, কেবল নিম্নের এই উদাহরণের সাথে ঐ স্বাদকে এবং ঐ চিরসুখীমূলক চিরসত্যকে এক ইশারা প্রদান করব। এ রকম যে, দুই ব্যক্তি, বাদশাহর শহরে যাচ্ছে। ঐ বাদশাহর বিস্ময়কর এক কুশআমেদী মহল রয়েছে ঐ বিশেষ প্রাসাদে তারা প্রবেশ করছে। একজন, বাদশাহকে চিনে না; সে ঐ প্রাসাদে থাকতে মনস্থ করে এবং হায়াত ঐখানে কাঠাতে সিদ্ধান্ত নেয়, মাল চুরি করে এবং জবরদস্তি করে। অতঃপর বাগানে কর্মব্যস্ত হয়, কিন্তু ঐ বাগান, ঐ প্রাসাদ, এর পরিবেশন সুবিন্যাস্তকরণ পরিচালনা এবং এখানকার মেশিন সমূহের চালানো এবং প্রাণী সমূহের জন্যে তাদের রিযিকের ব্যবস্থাপনার ন্যায় কষ্টকর যন্ত্রণা সমূহ সে অনুভব করে। ধারাবাহিকভাবে সে বিরক্তির অনুগামী হয়। ঐ জান্নাতের ন্যায় বাগিচা তার কাছে জাহান্নামের ন্যায় হয়ে যাচ্ছে। সবকিছুতে বিরক্তিবোধ করছে। নিজেকে খাপ খাওয়াতে পারছে না। দুঃখের সাথে সময় অতিবাহিত করছে। পরে ঐ চুর, অভদ্র লোকটিকে ভদ্রতা বজায় রেখে তাহাকে জেলখানায় পাঠানো হয়।

দ্বিতীয় ব্যক্তিটি, সমস্ত বাগানে, সে প্রাসাদে আছে মনে করে কাজ করে যাচ্ছে একটি নীতিমালার অনুগত হওয়ায়, সবকিছুকে এক প্রোথামের সাথে পূর্ণ সহজতর ভাবে কাজকর্ম আঞ্জাম দিয়ে যাচ্ছে। দুঃখ ও বিরক্তি সমূহকে বাদশাহর কানুনের হাওলা করে পূর্ণ পরিচ্ছন্নতার সাথে ঐ জান্নাতের তুলনাময়ী বাগানের সকল স্বাদসমূহ থেকে উপকৃত হয়ে বাদশাহর অনুগ্রহে এবং পরিচালিত নীতিমালার সুন্দর্যতাকে সুপ্রমত্তিত করে সবকিছু আনন্দময় দেখছে। খুবই সুস্বাদু ও আনন্দের সাথে সে তার জীবন অতিবাহিত করছে। যাই হোক,

مَنْ أَمِنَ بِالْقَدَرِ أَمِنَ مِنَ الْكُذْرِ আলোচ্য পংক্তি থেকে বুঝা। অর্থাৎ-যে ভাগ্যে বিশ্বাসকরল যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পেল।

চতুর্থ আলোচনা

এখন যদি বল যে, “প্রথম আলোচনায় আপনি স্পষ্ট করলেন যে, তাকদীরের সবকিছুই উত্তম, ভাল। তাকদীর থেকে আগত মন্দকিছুও উত্তম, অপছন্দনীয় কিছুও উত্তম। অথচ এই দুনিয়ার জিন্দেগীর মুসিবত সমূহ দুর্দশাবলী ঐ উল্লেখিত হুকুমের প্রতি বেমানান?”

উত্তরঃ হে সহানুভূতির তীব্রতা থেকে প্রচণ্ড যন্ত্রণা অনুভবকারী আমার অন্তর এবং আমার বন্ধু! অস্থিত্য হল পুরোপুরী উত্তম আর অস্থিত্বহীনতা হল পুরোপুরী অনুত্তম হওয়াটা; যা সমস্ত সুন্দর্যতা এবং পূর্ণাঙ্গতার অস্থিত্বে ফিরা। এবং সমস্ত পাপ ও বিপদাপদ এবং ক্ষতিসমূহের ভিত্তি, অস্থিত্বহীনতায় হওয়া, প্রমাণিত।

যেহেতু অনস্থিত্ব হল পূর্ণ মন্দ। তাই শূন্যতাকে আনয়নকারী হওয়া অথবা রিক্ততায় অনুভূত হওয়া অবস্থা ও অনিষ্টতায় অন্তর্ভুক্ত করে। ফলে অস্থিত্বের সবচেয়ে চমৎকার আলোকৃত (নুর) হায়াত ভিন্নমুখী অবস্থার মধ্যে প্রদক্ষিণার্থে শক্তি অর্জন করে। পরস্পরে অনুপযোগী অবস্থানে প্রবেশ করতঃ পরিচ্ছন্ন করছে এবং ভিন্নমুখী রকম, ধরন গ্রহণ করতঃ সংকল্পিত ফলাফল দিচ্ছে, এবং ব্যতিক্রমী আকৃতি, প্রকৃতিতে প্রবেশ করতঃ জীবন প্রদানকারীর (আল্লাহর) নামসমূহের নকশাবলীকে চমৎকারভাবে প্রদর্শন করছে। সুতরাং এই বাস্তবতা থেকে যে, জীবন্তদের কষ্ট সমূহ, মুসিবত সমূহ, ক্লেশ সমূহ, দুর্যোগের আকৃতিতে কিছু অবস্থাবলী প্রতিবন্ধক হয় যে, ঐ অবস্থাবলীর সাথে স্বীয় হায়াতকে, অস্থিত্বের নূরকে নবায়ন করে অনস্থিত্বের অন্ধকারকে দূরীভূত করতঃ

তাদের হায়াত সমূহকে সুপরিচ্ছন্ন করছে। যদিও অবস্থানরত দাড়ানো, নিরবতা নিশ্চুপতা, অলসতা, আরাম বিশ্রাম, একি অবস্থায় ধারাবাহিকভাবে অবস্থানে একেকটিতে আলাদা আলাদা প্রেক্ষাপটে অস্তিত্বহীনতা বিদ্যমান। এমনকি সবচেয়ে বড় স্বাদ যা এই একি অবস্থায় ধারাবাহিকতায় অনস্বীতে নিম্নগামী হয়।

সারকথাঃ- যেহেতু হায়াত, আল্লাহর আসমায়ে হুসনার নকশাকে দেখায়। জীবনের ক্ষেত্রে আগত সবকিছুই উৎকৃষ্টমানের। যেমন:- অতি ধনী ব্যক্তি চূড়ান্ত মাত্রায় শিল্পপতী এবং অনেক শিল্পে প্রসিদ্ধ কোন ব্যক্তি: সে তার শিল্পের নিদর্শনাবলীকে এবং মূল্যবান প্রতিফলকে দেখানোর জন্যে সাধারণ কোন মিছকিন লোককে, মডেলিং কর্মকে প্রদর্শনের জন্যে কিছু টাকার বিনিময়ে এক ঘন্টা টুকরাকৃত, রেনুনীকৃত এমন এক শার্ট পরিধান করায়। এর উপর কারুকার্য পরিবর্তন করে। এবং সর্ব প্রকার তার নকশাবলী কার্যক্রম প্রদর্শনের জন্যে পোষাককে কাটছে, পরিবর্তন করে লম্বা করে, খাটো করে, এখন এই বিনিময়ী মিছকিন লোকটি এখন যদি ঐ শিল্পীকে বলে যে আমাকে বিরক্ত করছে। অনুরক্ত করতঃ দাড় করিয়ে কাজ করাচ্ছে। আমায় চমৎকারকারী ঐ পোষাককে কেটে ছেটে আমার সুন্দর্যকে নষ্ট করছে। এভাবে বলার ঐ মিছকিন লোকটি অধিকার রাখে কি? নির্দয়, অন্যায় আমার সাথে করছে, এভাবে কি বলতে পারে? অতএব এর ন্যায় সানি-এ-যুল-যালাল, ফাতিরে-বে-মিছাল! যিনি জীবনীবস্তকে কর্ন, চক্ষু, আকল, অন্তরের ন্যায় চাহিদা ও অনুরাগের সাথে পরিশোভিত হিসেবে পরিধানকৃত দেহনামের অস্তিত্বের পোষাককে আসমায়ে হুসনার নকশাবলীকে দেখানোর জন্যে অনেক অবস্থাসমূহের মধ্যে রূপান্তরিত করেন। অনেক প্রেক্ষাপটের সাথে পরিবর্তন করেন। যন্ত্রণা এবং মুসিবত প্রকার থেকে হওয়া অবস্থা প্রকৃতি; যা অধিকাংশ তার গুণগত নাম সমূহের প্রদর্শনের জন্যে হিকমতের দীপ্তিতার মধ্যে অনেক রহমতের কিরণসমূহ এবং ঐ রহমতের আলোকের মধ্যে মনোরম সুন্দর্যতা বিদ্যমান।(তাহাকে চিনতে পারার মাধ্যম)

* পরিশিষ্ট *

(পুরাতন সাঈদকে তার বিদ্রোহী, বিলাসবহুল, অহংকার, আমিত্য আত্মপ্রদর্শন মূলক নফসকে নিশ্চুপকারী নির্দেশে বাধ্যকারী নিম্নের পাঁচটি সংক্ষিপ্ত অনুচ্ছেদ।)

প্রথম অনুচ্ছেদঃ যেহেতু দ্রব্য পণ্য বিদ্যমান এবং এগুলো শিল্পকর্মে ব্যাপ্ত। তাহলে নিশ্চিতভাবে তার একজন উস্তাদ ও রয়েছে। বাইশতম কালেমায় অতি বিশেষণপূর্ণভাবে বর্ণনা করার ন্যায়; যদি সবকিছু একজনের না হয়, তাহলে ঐ সময় প্রত্যেক দ্রব্যপণ্যের ন্যায় সকল কিছু জটিল ও ভারী হবে। আবার সকল কিছু যদি একজনের হয়, তখন সবকিছু একটি পণ্যের ন্যায় আছান এবং সহজতর হবে। সেহেতু জমীন ও আকাশমন্ডলীকে কেউ একজন সৃষ্টি করেছে, অস্তিত্ব দিয়েছে। অবশ্যই সে অতি হেকমতপূর্ণ এবং শিল্পকর্মে মহান এক শিল্পপতি' জমীন ও আসমান সমূহের ফলফলাদীকে এবং প্রতিদান সমূহকে এবং উদ্দেশ্য প্রণোদিত হওয়া প্রাণীকুলকে অন্যদের প্রদান করতঃ তার আসল কাজ ক্ষমতা নষ্ট হবে না। তার শিল্পকে অন্য হাত সমূহে হস্তান্তর করতঃ সমস্ত হিকমতপূর্ণ কর্মসমূহ ক্ষতিগ্রস্ত করবে না। তিনি যে চিরন্তন আছেন তার অস্তিত্বহীনতায় নিমজ্জিত হবে না, কৃতজ্ঞতা এবং ইবাদাত সমূহ অন্য কাউকে না দেওয়ারই কথা ছিল।

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদঃ হে আমার, দাঙ্কি নফস! একটি আগুরের বৃক্ষের সাথে তোমার মিল রয়েছে। অহংকার করিও না। স্ববক গুচ্ছ ঐ আগুর বৃক্ষ নিজে নিজে তার মাঝে লটকায় নাই, অন্য কেউ জোড়া লাগিয়েছে।

তৃতীয় অনুচ্ছেদঃ তুমি হে আত্মপ্রদর্শনকারী আমার নফস! আল্লাহর দ্বীনে খেদমত করেছি বলে আত্মহংকার করিও না।

إِنَّ اللَّهَ لَيُؤَيِّدُ هَذَا الدِّينَ بِالرَّجُلِ الْفَاجِرِ

আল্লাহ তা'আলা কখনও পাপিষ্ঠ, ফাজির লোকের দ্বারা দ্বীনের সাহায্য করেন। (বুখারী জিহাদ ১৮২)

আলোচ্য হাদীসের আলোকে হয়ত তুমি বিস্ময় না হওয়ার ধরুন নিজেকে ঐ পাপী, ফাজির ব্যক্তি হিসেবে জানা জরুরী। তোমার খেদমত, তোমার ইবাদত, বিগত ভোগকৃত নেয়ামত সমূহের বিবেচনায় গুণের এবং স্বভাবসুলভ ওজিফার বিবেচনায় এবং সৃষ্টির কর্তব্য পরায়ণতার বিবেচনা ও সান-আতের ফলাফল হিসেবে বিবেচনা কর। আত্মহংকার এবং আত্মপ্রদর্শন থেকে নিজেকে রক্ষা কর।

চতুর্থ অনুচ্ছেদঃ হাকিকাতের ইলিম, হাকিকি হিকমত যদি তুমি চাও তাহলে জনাবে আল্লাহর পরিচয় কে অর্জন কর। কেননা সমস্ত হাকাইকে-মওজুদাত হক্ক নামের কিরণসমূহ এবং নামসমূহের আলোকপ্রদ এবং তার ছিফাত সমূহের তাজাল্লী সমূহ এর রূপস্বরূপ। বস্তুবাদী, আধ্যাত্মিক, স্বর্গের, মাটির প্রত্যেক বস্তু, প্রত্যেক মানুষের হাকিকাত একেকটি নামের নূরে নুরানীত হাকিকাতের প্রতি সংশ্লিষ্টতা বিদ্যমান। নতুবা হাকিকাত বিহীন গুরুত্বহীন একটি সুরত, বিশতম কালেমার শেষের দিকে এই রহস্যের সাথে সম্পর্কিত একটি তাত্ত্বিক আলোচনা হয়েছে।

হে আমার নফস! যদি তুমি এই দুনিয়ার হায়াতের প্রতি আগ্রহী হও, মৃত্যু থেকে পলায়ন কর; তাহলে মনে রেখ যে, তোমার ধারণায় ব্যাপ্ত যে হায়াতের অবস্থা; যেন এটা কেবলমাত্র একটি মিনিট ছাড়া কিছু নহে। ঐ মিনিটের পূর্বে সমগ্র সময়ের এবং ঐ সময়ের মধ্যকার দুনিয়াবী ভোগ্যবস্তু সমূহ যা ঐ মিনিটের পরে সমস্ত সময়ের এবং তার ঐ মুহূর্তপূর্ণ মিনিটে বিলুপ্ত স্বরূপ, বিলোপকৃত স্বরূপ। অর্থাৎ তোমার বিশ্বাস করা এই বস্তুবাদী হায়াত কেবল একটি মিনিট মাত্র। এমনকি এক প্রকার বিজ্ঞরা বলেছেন ইহা একটি সেকেন্ডের ৪৮০ মুহূর্তক্ষণের একটি ক্ষণ মাত্র, বরং এর চেয়ে আরও অল্পক্ষণ।

সুতরাং এই রহস্যের শিক্ষা হল যে, অধিকাংশ আহলে ওলায়েত (অলীগন) দুনিয়ার দুনিয়া দৃষ্টিকোণে না হওয়া অনস্থিততা হুকুম প্রদান করেছেন। আর যেহেতু ব্যাপারগুলো এরকম, তাহলে এই বস্তুবাদী মনের জিন্দেগীকে ছেড়ে গত অন্তর, রুহ, রহস্যের হায়াতের ধাপে প্রবেশ কর, দেখ, কি পরিমাণ প্রশস্ত এক হায়াতের স্থর বিদ্যমান রয়েছে। তোমার জন্যে মৃত্যু হওয়া অতীত, ভবিষ্যত যা ঐগুলোর জন্যে চিরঞ্জীব, জীবন এবং অস্থিত্বশীল। হে আমার নফস যেহেতু ব্যাপার এরকম, তাহলে তুমিও আমার অন্তরের সাথে কাঁদ চিৎকার কর এবং বল যে, আমি অস্থায়ী অস্থায়ীকে আমি চাই না। আমি অভাবী, অভাবী হওয়াকে চাই না। আমার রুহকে রহমানের কাছে হস্তান্তর করে দিলাম। অন্য কিছুকে চাই না। চাই তবে কেবল চিরস্থায়ী স্থলকে চাই। অনুবিহীন কিছুই নহে আমি তবে আমি, শমছে-ছরমেদ (চিরস্থায়ী সূর্য) কে চাই। নেই এর মধ্যে কিছুই নেই কিন্তু আমি এই মওজুদাতকে এক আল্লাহর কাছ থেকে চাই।

পঞ্চম অনুচ্ছেদঃ এই অনুচ্ছেদ আরাবী ভাষায় আসার কারণে আরাবী লেখা হয়েছে। এবং এই আরাবী ভাগ আল্লাহ আকবার উল্লেখের মধ্যে ৩৩ মরত্বায়ে তাফাক্কুর থেকে একটি মাত্র মরতবার ঈশারা।

اللَّهُ أَكْبَرُ إِذْ هُوَ الْقَدِيرُ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ الْكَرِيمُ الرَّجِيمُ الْجَمِيلُ النَّقَّاشُ الْأَزَلِيُّ الَّذِي مَا حَقِيقَةُ هَذِهِ الْكَائِنَاتِ كُلَّا وَ جُزْءٌ وَ صَحَائِفٌ وَ طَبَقَاتٍ
... .. وَ مَا حَقَائِقُ هَذِهِ الْمَوْجُودَاتِ

শেষাংশ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

(এই ছোট টীকার অনেক বড় এক তাৎপর্য রয়েছে সকলের জন্যে এটা উপকারী)।

জনাবে হকের কাছে পৌছার মাধ্যম হবে এমন রাস্তা অনেক রয়েছে। সকল সত্যিকার পথ সমূহ ক্বোরআন থেকে নেয়া হয়েছে। কিন্তু তারিকাতের অধিকাংশ রাস্তা থেকে অনেক সংক্ষেপ ও অনেক প্রশান্তিমূলক অনেক জনসাধারণপূর্ণ রাস্তা হয়। ঐ পথ সমূহের মধ্যে অনেক বুঝা শক্তির দ্বারা ক্বোরআন থেকে উপকৃত হলাম, যা অভাব, দরিদ্র সহানুভূতির এবং তাফাক্কুরের পথই পেলাম। হাঁ, অপারগতা ও সে ভালবাসার ন্যায়, বরং আরও প্রশান্তিমূলক একটি রাস্তা যে ইবাদতের রাস্তার মাধ্যমে মাহবুবিয়াতের রাস্তায় যায় দরিদ্র ও রহমান নামটাকে স্পর্শ করে। এমনকি সহানুভূতি ও প্রেমভালবাসার ন্যায়, বরং আরও ধারালো এবং প্রশস্ত এক রাস্তা যে, রাহিম নামকে স্পর্শ করে। একিভাবে তাফাক্কুর ও এশকের ন্যায় বরং আরও ধনবান, আরও চাকচিক্যময় পথ। আরও প্রশস্ত এক পথ যে, হাকিম নামকে স্পর্শ করে। এই পথ, হালকা রাস্তা সমূহের ন্যায় লাতাইফে আশারার (দশটি পাতলা ও ঘন, বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ ইন্দ্রিয়ঃ আবেগ, তারাহুড়া, অনুভূতি, জ্ঞান, বেহুদা মনোবাসনা, প্রবৃত্তি, রাগ, কলব, রুহ, গোপন শক্তি সমূহ) ন্যায় দশ ধাপ নহে এবং উচ্চস্বরে যিকিরের পথের ন্যায় নুফুস সার্ব'আ (সাতটি নফস তথা ১, নফসে আম্মারা, ২, লাউয়ামা, ৩, মুত্তা'ইয়াহ, ৪, রাজিয়া, ৫, মারজিয়াহ, ৬, সাফিইয়াহ, ৭, মুলহিমা) স্বরে শাখায়ীত ধাপসমূহ নহে বরং চার ধাপ থেকে প্রকাশিত এক রাস্তা থেকে আরও হাকিকাত, শরীয়তপূর্ণ। ভুল বুঝা যেনো না হয়। তোমার অভাব ও দরিদ্রতা এবং ভুল ত্রুটি জনাবে হকের সম্মুখে দেখতে পাওয়া উদ্দেশ্য নতুবা ঐ গুলোকে আমল করা অথবা সৃষ্টি প্রদর্শন উদ্দেশ্য নহে। এই সংক্ষিপ্ত রাস্তার বর্ণনাঃ যা সুন্নাতে নববীর অনুসরণ, ফরজ আমল কে আদায় করা, আমিত্য সমূহকে তরক করা। এবং বিশেষতঃ নামাজের মধ্যে তা'দিলে আরকান এর সাথে নামাজ পড়া। এর দ্বারা আরও উদ্দেশ্য নামাযের পরের তাসবিহাত সমূহ আদায় করা। এর দ্বারা আরও উদ্দেশ্য নামাযের পরের তাসবিহাত সমূহ আদায় করা। চার ধাপের প্রথম ধাপেঃ

فَلَا تَزْكُوا أَنْفُسَكُمْ

অতএব তোমরা আত্মপ্রশংসা করো না। (নজম-৩২)

আলোচ্য আয়াত ইশারা প্রদান করছে। দ্বিতীয় ধাপেঃ

وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنْفُسَهُمْ

তোমরা তাদের মত হয়ো না, যারা আল্লাহ তা'আলাকে ভুলে গেছে। ফলে আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে আত্ম বিস্মৃত করে দিয়েছেন। (হাসর-১৯)

আলোচ্য আয়াত ইঙ্গিত প্রদান করছে। তৃতীয় ধাপেঃ

مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ

আপনার যে কল্যাণ হয়, তা হয় আল্লাহর পক্ষ থেকে আর আপনার যে অকল্যাণ হয়, সেটা হয় আপনার নিজের কারণে। (নিছা- ৭৯)

আলোচ্য আয়াতে ক্বোরআন ইশারা করছে। চতুর্থ ধাপেঃ

كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ

আল্লাহর সত্তা ব্যতীত সবকিছু ধ্বংস হবে। (কাছাছ-৮৮)

আলোচ্য আয়াতের ইশারা রয়েছে। প্রথম ধাপের মধ্যেঃ আয়াত أَنْفُسَكُمْ ইঙ্গিত প্রদান করার ন্যায়। তাযকিয়ায়ে নফস না করা। যদিওঃ মানুষ জন্মগত ও স্বভাবগত ক্ষেত্রে স্বীয় নফসকে ভালবাসে। বরং প্রথমে এবং সত্তাগতভাবে কেবল স্বীয় সত্তাকেই ভালবাসে। বাকী সবকিছুই নফসের জন্যে কোরবানী দেয়। ম'বুদের উপযুক্ত এক ধরন রীতিতে স্বীয় নফসের উপাসনা করে। স্বীয় মা'বুদের যোগ্য এক ত্রুটি-মুক্তির সাথে স্বীয় নফসকে দোষ সমূহ থেকে ঝুঁত এবং কলঙ্কমুক্ত হিসেবে দেখে। স্বীয় কর্মের ফলে আগত ভুলসমূহ তার কৃতকর্ম দেখে না গ্রহণ ও করে না। স্বীয় নফসকে পূজা করে এমন রকম রীতিতে কঠোরভাবে বাধাগুলোকে প্রতিবন্ধকতার দৃষ্টিতে দাড়ায়। এমনকি

প্রকৃতিতে আমানত রাখা এবং মা'বুদে হাকিকির প্রসংশা ও তাছবিহের জন্যে তাকে প্রদানকৃত পঞ্চইন্দ্রিয় এবং যোগ্যতা স্বীয় নফসের অনুসরণে ব্যায় করে। এমনি করতঃ

مَنْ اتَّخَذَ إِلَهُهُ هَوِيَّهٗ

যে তারা প্রবৃত্তিকে উপাস্যরূপে গ্রহণ করে? (ফুরকান-৪৩)

আলোচ্য অংশে তার অবস্থা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। কেবল নিজেকে দেখে, নিজেকে নির্ভর করে, নিজেকে পছন্দ করে এই ধারায় শোধিত হওয়া পবিত্রতাঃ যা এ রকম সমস্যা থেকে শোধিত না হওয়া নিরপরাধ থাকা বুঝায় না।

দ্বিতীয় ধাপের মধ্যে : আলোচ্য আয়াত শিক্ষা দেওয়ার ন্যায়; নিজেকে ভুলে গিয়েছে নিজের ব্যাপারে কোন খবরই নেই। মৃত্যুর আলোচনাকে অন্যকে দিয়ে দেয়। অস্থায়ী ও চলে যাওয়া যদি দেখে, নিজের জন্যে এটা নিবে না। এবং কষ্ট ও খেদমতের মাকামে স্বীয় নফসকে ভুলে যাওয়া, তবে কেবল প্রতিদান গ্রহণ এবং মনোবাসনার ক্ষেত্রে উপকৃত হওয়া এমন মাকামে স্বীয় নফসকে চিন্তা করা, শক্তভাবে প্রয়োজনটা আদায় করণঃ এসবগুলো হল কু-প্রভৃতির দাবীতে যেন কিছু নহে। এই মাকামে শোধন পবিত্রতা অর্জন শিক্ষা লালন যা এই অবস্থা সমূহের ঠিক বিপরীত। অর্থাৎ- নফসকে ভুলে যাওয়ার মধ্যে ভুলে না যাওয়া অর্থাৎ- মনোকামনার রূচি ও মনোবাসনার আত্মহাসমূহকে ভুলে যাওয়া এবং মৃত্যুও খেদমতে দ্বীন কে চিন্তা না করা.....।

তৃতীয় ধাপের মধ্যে: مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ উক্ত আয়াতের শিক্ষা দেওয়ার ন্যায়: নফসের দাবী, সার্বক্ষণিক ভাল এমনটি নিজে থেকে মনে করে আত্মহংকার এবং গরীমায় প্রবেশ করে। আলোচ্য ধারায় স্বীয় নফসের মধ্যে কেবল ভুল ও ত্রুটি, অভাব, দরিদ্রতা দেখে দেখে, উত্তমকর্ম ও পরিপূর্ণতাকে ফাতির যুল-জালাল এর পক্ষ থেকে কৃপাকৃত নেয়ামত সমূহ হওয়াটাকে মনে করতঃ অহংকারের স্থলে গুণরিয়া, প্রসংশার স্থলে নিজেকে বন্দি না করে আল্লাহর প্রসংশায় ব্যাস্থ থাকা। এই মরতবায় আত্মশুদ্ধিতা বর্ণিত قَدْ أفلَحَ مَنْ زَكَّيْهَا

যে নিজেকে শুদ্ধ করে, সেই সফলকাম হয়। (শামছ-৯)

আলোচ্য আয়াতাত্মশের উদ্দেশ্য হল যে, পূর্ণতাকে অপূর্ণতার মধ্যে ক্ষমতাকে অভাবের মধ্যে ধন কে দরিদ্রতার মধ্যে জানা।

চতুর্থ ধাপের মধ্যে : كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ আলোচ্য আয়াতের শিক্ষা প্রদানের ন্যায়: নফস নিজেকে স্বাধীন এবং স্বনির্ভর এবং অস্তিত্বশীল মনে করে। আর এর থেকে এক প্রকার খোদায়ীর দাবী করে। আসল মা'বুদের সম্মুখে দুশমনির ন্যায় এক অপরাধকে বহন করে। তাই আগত এই হাকিকাতের সাথে গভীর চিন্তার দ্বারা এই পাপ থেকে রক্ষা করে। হাকিকাতটি এরকম যে, সবকিছুই নফসের মধ্যে প্রত্যক্ষ নামবাচক অর্থের দিক থেকে ক্ষনস্থায়ী, অস্তিত্বহীন, দুর্ঘটনামাত্র, বিলুপ্ত জানে। কিন্তু এখানে প্ররোক্ষ ও বর্ণমূলক অর্থের দিক থেকে, সানি-এ-যুল-জালালের নাম সমূহের প্রতি তুলনাময়তার দৃষ্টিতে এবং দায়িত্ব কর্তব্যের দৃষ্টিতে স্বাক্ষী স্বরূপ ও উপস্থিত সক্ষম এক অস্তিত্বশীল হিসেবে জানে। এই মাকামে আত্মশুদ্ধিতা ও পবিত্রতা হল এটা যে, অস্তিত্বে বিলুপ্তি বিলুপ্তিতে অস্তিত্ব রয়েছে। অর্থাৎ যদি নিজে জানে যদি অস্তিত্ব দেওয়া হয়; কায়েনাত পরিমান এক বিলুপ্ত জুলুমাত এর ভিতরে বিদ্যমান। অর্থাৎ ব্যক্তিত্বময় দেহের অস্তিত্বকে বিশ্বাস করতঃ মুজিদে-হাকিকি থেকে যদি গাফীল হয় তাহলে; নক্ষত্র পোকার ন্যায় এক আলোকিত আলোর বৈশিষ্ট্যময় অস্তিত্ব অসংখ্য জুলুমাতের বিলুপ্তিতে ও বিচ্ছেদের মধ্যে এটা পাওয়া হয়, খুঁজা হয় অন্য বৈ কিছু নহে। কিন্তু এনানিয়্যাত (আত্মহংকার) কে ছেড়ে দিয়ে স্বয়ং নফসকে কিছুই না হওয়া এবং মুজিদে-হাকিকি এর এক তজল্লীর আয়না পাওয়ামূলক দেখার সময়, সমস্ত সৃষ্টিসমূহ এবং অগনীত এক অস্তিত্ব অর্জন করে। যদি সমস্ত সৃষ্টি সমূহ আল্লাহর নাম সমূহের উজ্জলতার প্রকাশিত হওয়া মহান যাতে ওয়াজিবুল-উজুদ আল্লাহকে পাওয়া ব্যক্তি সবকিছু পায়.....।

উপসংহারঃ এই অভাব, দরিদ্র, সহানুভূতী, তাফাক্কুরন্ত রাস্তার মধ্যকার চার ধারার ব্যাখ্যা, হাকিকাতের ইলমে, শরীয়তের হাকিকাতে ক্বোরআনের হিকমতে সংশ্লিষ্ট হওয়া ছাব্বিশটি কালেমায় আলোচিত হয়েছে। কেবল এখানে এক দুইটি পয়েন্টের উপর সংক্ষিপ্ত আলোচনা প্রদান করব.....এ রকম যে,

হাঁ, এই রাস্তা আরও খাটো। কেননা চার ধাপ বিশিষ্ট অভাবের হাত যদি নফস থেকে নির্গত হয় তাহলে নিঃসন্দেহে কাদিরে-যুল-জালাল কে প্রদান করে। অথচ সর্বোচ্চ ধারালোকৃত এশক নফস থেকে শক্তিশালী হয়। কিন্তু কৃত্রিম মা'শুকের প্রতি জড়িয়ে যায়। তারপর এই

কৃত্রিমতার বিলুপ্তিতে মাহবুবে-হাকিকি আল্লাহর প্রতি ফিরে। এমনকি এই রাস্তা অনেক প্রশান্তিমূলক। কেননা নফসের আধ্যাত্মিক পাগলামী এবং উচ্চ পর্যায়ে উন্নতি লাভকরণ দাবী সমূহ পাওয়া যায় না। কেননা অভাব, দরিদ্র, ভুলত্রুটি থেকে অন্য নফসে পাওয়া যাচ্ছে না যে, স্বীয় সীমানা থেকে অতিক্রম কর্তব্য বলে। এমনকি এই রাস্তাটি যেমন জনসাধারণের জন্যে তেমনি এটি জাদুয়ে কুবরা (বড় রাস্তা)। কেননা কায়েনাত আহলে ওয়াহদাতুল-ওয়ুদ এর ন্যায় চিরকালীন শান্তি অর্জনের জন্যে ফাঁসির আসামী ধারণা করে “লা মাউয়দা ইল্লা হু, (لا موجود الا هو) এর হুকুম প্রদানে অথবা আহলে ওয়াহদাতুল-শুওহদ এর ন্যায় হুজুরে দায়ীমী এর জন্যে কায়েনাতকে পূর্ণভাবে ভুলে জেলখানায় জেলের আসামী হিসেবে মনে করে “লা মাসহুদা ইল্লা হু” (لا مشهود الا هو) বলতে বাধ্য হচ্ছে না। বরং ফাঁসি থেকে বা জেলের শাস্তি থেকে অতি স্পষ্টভাবে কোরআনী ক্ষমা করা থেকে এটাও অদৃশ্যমূলক রেখে ও সৃষ্টি সমূহকে স্বীয় হিসাবের তরে খেদমতে-দ্বীন থেকে হ্রাস করাতে ফাতিরে যুল-যালালের দৃষ্টিতে ব্যবহার করতঃ আসমায়ে হুছনার মাজহারিয়াত এবং আয়নার কর্তব্য আদায়কারী কর্মে ব্যবহার করতঃ হরফী অর্থের দৃষ্টিতে ঐগুলোকে দেখে সার্বিক গাফলত থেকে রক্ষা করতঃ চিরকালীন শান্তিতে প্রবেশ করার পথ এই রাস্তা। যাতে প্রত্যেক বস্তুতে জনাবে হকের প্রতি পথ খুঁজে পাওয়ার মাধ্যম স্বরূপ।

শেষ কথা = সৃষ্টি সমূহকে সৃষ্টিকুলের দৃষ্টিতে খেদমতে-দ্বীন থেকে হ্রাস পেয়ে মা'নায়ে ইসমি এর সাথে না দেখা। রেফঃ সোজলার ৪৬৩

(মা'নায়ে ইসমি, মা'নায়ে হরফি, নিয়ত, নাজার মসনবি-য়ে নূর ৫১ এ আলোচিত এই পুস্তকের ৪২৮ পৃষ্ঠা)